দামুড়হুদায় ১৫ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রি উদ্বোধন

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ ” এই শ্লোগানকে গানকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দেওয়া খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ০৪ টি ডিলারের মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অনলাইনকৃত ২৪২৭ জন কার্ডধারী হতদরিদ্রদের মাঝে স্বল্পমূল্যে ১৫ টাকা কেজি দরে খাদ্য শস্য (চাউল) বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯ টার দিকে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের উজিরপুর গাংপাড়ায়। এসময় চেয়ারম্যান হযরত আলী বলেন, মানবতার জননী হিসেবে পরিচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি হতদরিদ্র মানুষের পাশে সবসময় থেকেছেন। সারাবিশ্ব যখন খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত, তখন বাংলাদেশে কোন সংকট নেই। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ২০১৬ সাল থেকে চালু রয়েছে। দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে মানবিক প্রধানমন্ত্রী এই কর্মসূচির আওতায় দেশের ৫০ লাখ মানুষকে ১৫ টাকা কেজি দরে ভর্তুকির মাধ্যমে চাল দিচ্ছেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইকরামুল হক,যুবলীগ নেতা রিংকু,মোশারেফ হোসেন মুছা সহ নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থানীয় শহীদ দিবস পালন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থানীয় শহীদ দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে শুক্রবার সকাল ৮ টায় দামুড়হুদার নাটুদা ইউনিয়নের জগন্নাথপুর আটকবর স্মৃতিসৌধে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়।

আট শহীদের স্মৃতিসৌধে জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগ সহ সভাপতি হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন ।

জেলা প্রশাসন ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খান, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপজেলা সহকারী ভূমি কমিশনার সুদীপ্ত কুমার সিংহ,।

এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন আট শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এর আগে জাতীয়, কালো ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এ শহীদ দিবসে আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক মোঃ আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আ,লীগের সভাপতি ও সাবেক জেলা পরিষদের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম,পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম ও
জেলার সকল মুক্তিযোদ্ধাগনসহ জেলার সর্বস্থরের মানুষ।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ৫ আগস্ট স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে দামুড়হুদার নাটুদহে জেলার ৮ জন মুক্তিযোদ্ধা সম্মুখে সমরে শহীদ হন।

দামুড়হুদায় সাপের কামড়ে দুই মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় সাপের কামড়ে দুই মাদরাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার দিনগত রাতে উপজেলার চন্দ্রবাস সেমি পাকা নূরানিয়া হাফিজিয়া কওমি মাদরাসায় এ ঘটনা ঘটে। সোমবার (০১ আগস্ট)

সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়।

ওই দুই ছাত্র হলো-দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের চন্দ্রবাস ডাক্তার পাড়ার সাইফুল ইসলামের ছেলে আব্দুল্লাহ (১৩) এবং একই গ্রামের মাঝের পাড়ার শওকত আলীর ছেলে জুনায়েদ (১২)।

মাদরাসার মুহতামিম হাজী আক্তার ফারুক বলেন, ভোরের দিকে আব্দুল্লাহ ও জুনায়েদকে বমি করতে দেখেন এক শিক্ষক।

জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায়, তাদের সাপে কামড় দিয়েছে। এ সময় আব্দুল্লাহর ডান পায়ে এবং জুনায়েদের বাম হাতে সাপের কামড়ের চিহ্ন দেখতে পান তিনি।

মাদরাসার অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতায় তাদের প্রথমে গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হলে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। পরে তাদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর কিছুক্ষণ পর দুজনই মারা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, রাতের কোনো এক সময় ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে তাদের কামড় দিয়েছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য কেরামত আলী বলেন, জুনায়েদ আমার ফুফাত ভাইয়ের ছেলে। সে রোববার মাদরাসায় ভর্তি হয়েছে। রাতে দুই শিশু দুই স্থানে ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমের মধ্যেই সাপে কামড় দিয়েছে। সকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়।

তিনি আরও বলেন, জুনায়েদের বাবা কাঠমিস্ত্রি। দুই ভাই-বোনের মধ্যে জুনায়েদ ছোট। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে বাবা-মা পাগলপ্রায়। দুজনের মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আব্দুল কাদের বলেন, সকাল ৭টার দিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুই মাদরাসাছাত্রকে ভর্তি করা হয়। সকাল পৌনে ৮টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনের মৃত্যু হয়। সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, আমার পুলিশ ঘটনাস্হল গিয়েছিলো তবে সর্প দংশনে তাদের দুজনের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে ধারনা করা হচ্ছে। তদন্ত করলে বুঝা যাবে আসলে ঘটনা কি?